দৈনিক সংবাদ

তারিখ FEB. 13 1999
পৃষ্ঠা: কলাম:

পাঁচ হাজারের বেশি মাদ্রাসা চলছে নিয়মনীতির বাইরে ❑ কি পড়ানো হয়, কে টাকা দেয় সরকার জানে না

রাশেদ আহমেদ ॥ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টির আড়ালে থেকে ও প্রবর্তিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়মনীতি উপেক্ষা করে দেশে ৫ হাজারেরও বেশি সনাতনী ধ্যানধারণার কওমি, খারেজি ও হাফেজি মাদ্রাসা পরিচালিত হচ্ছে। এসব মাদ্রাসার কোন সঠিক পরিসংখ্যান যেমন মন্ত্রণালয়ের কাছে নেই, তেমন নেই কোন নিয়ন্ত্রণও। সম্প্রতি এই মাদ্রাসাগুলোতে বিদেশী অর্থায়নে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনার তথ্য উদঘাটিত হওয়ায় সরকারের দৃষ্টিগোচরে আসে। টনক নড়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়েরও।

বিষয়টি নিয়ে এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

মন্ত্রণালয়ের এক উচ্চ পর্যায়ের সূত্র জানিয়েছে, খুব শিগগিরই তারা সারাদেশে জরিপ চালিয়ে এসব মাদ্রাসা শনাক্ত করবে। এর মধ্যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে বাকিগুলো নির্দিষ্ট নিয়মনীতির মধ্যে আনা হবে। এজন্যে ইসলামী মূল্যবোধ রেখেই একটি নীতিমালা তৈরির কাজ শুরু করা হবে কিছুদিনের মধ্যে। এই নীতিমালার মধ্যে বিদেশী সাহায্য-সহযোগিতা প্রাপ্তির বিধি ও পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, দেশে যেসব কওমি, খারেজি ও হাফেজি মাদ্রাসা রয়েছে তা ১৯৭৮ সালে প্রবর্তিত মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ-বিরোধী। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান মাদ্রাসা শিক্ষার যে অধ্যাদেশ জারি করেন তাতে ৫টি স্তর সন্নিবেশ করা হয়। এগুলো হচ্ছে এবতেদায়ী মাদ্রাসা, দাখিল মাদ্রাসা, আলিম মাদ্রাসা, ফাজিল মাদ্রাসা ও কামিল মাদ্রাসা।

ঐ অধ্যাদেশের নিয়মনীতি মেনেই এই মাদ্রাসাগুলো বর্তমানে চলছে। কওমি, খারেজি ও হাফেজি মাদ্রাসার কোন স্তর '৭৮ সালের অধ্যাদেশে সন্নিবেশিত হয়নি। কিন্তু এরপরও সরকারি কোন নিয়মনীতি না মেনে দেশে ৫ হাজারেরও বেশি এ ধরনের মাদ্রাসা পরিচালিত হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এতোদিন এগুলোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি। এই মাদ্রাসাগুলো মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডেরও অন্তর্ভুক্ত নয়। কওমি মাদ্রাসাগুলো বেসরকারি উদ্যোগে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পৃথক একটি বোর্ড গড়ে তুলেছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যসূচিতে সুন্নত, খাতনা, মিলাদ, ওয়াজ নসিহত, ফতোয়া, পানিপড়া, তাবিজ দেয়া ইত্যাদি বিষয়ই শিক্ষা দেয়া হয়। এছাড়া পাঠের বিষয়বস্তু থাকে পরকাল সম্পর্কিত। মজার ব্যাপার হচ্ছে, তাদের বেশিরভাগ পাঠ্যপুস্তক হচ্ছে উর্দু ভাষায় এবং পাকিস্তানি ভাবধারায় উজ্জীবিত। এই মাদ্রাসার শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী শিক্ষা ও বিজ্ঞান থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। শিক্ষা দেয়া হয় সাম্প্রদায়িকতা। মাদ্রাসাকে তারা... সরকার ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

সরকার ঃ জানে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিচালিত করে থাকেন জিহাদি আন্দোলন গড়ে তোলার ঘাঁটি হিসেবে। কোন কোন মাদ্রাসায় যুদ্ধের ট্রেনিংও দেয়া হয় বলে তথ্য বেরিয়েছে।

এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা বেরিয়ে বর্তমান সমাজের সাথে তাল মেলাতে পারে না। তাদের মস্তিষ্ক দখল করে থাকে সনাতনী ধ্যান-ধারণা ও নানা কুসংস্কার। ১৯৯৮ সালের ৩রা জুলাই ঢাকায় "দার্শনিক ইবনে সিনা ঃ আজকের মুসলিম উম্মাহ" শীর্ষক এক সেমিনারে ইসলামী চিন্তাবিদরা বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে কটাক্ষ করে বলেছেন, বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে নতুন ইবনে সিনার জন্ম দেয়ার সুযোগ নেই। দরিদ্র জনগণের অর্থে মাদ্রাসা শিক্ষা মূলত পৃষ্ঠপোষকতা করছে পানিপড়া ও তাবিজ দেয়ার নামে অপচিকিৎসা ব্যবস্থাকে। ঐ সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইরানি ভিজিটিং প্রফেসর ডঃ আহমেদ তামিমদারি, বিচারপতি আবদুল বারী সরকার, মেজবাহুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, কয়েক বছর আগে বেনবেইজ থেকে প্রাথমিক এক জরিপ চালিয়ে দেশে ১ হাজার ৪শ' ৭৩টি কওমি মাদ্রাসার নাম পাওয়া যায়। এগুলোর বেশিরভাগই পটুয়াখালি, ভোলা, যশোর, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, পার্বত্যাঞ্চল ও ঢাকায় অবস্থিত। এসব মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি উল্লিখিত ফতোয়া, তাবিজপড়া, পানিপড়া, সুন্নত, খাতনা ও পরকাল সম্পর্কিত। এসব মাদ্রাসা সরকারি কোন অনুদান সাহায্য-সহযোগিতা নিতেও আগ্রহী নয় বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়।

মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দেশে সরকার স্বীকৃত ও রেজিস্ট্রেশনভুক্ত ১১ হাজার ১শ' ১২টি মাদ্রাসা রয়েছে। এতে ১ লাখ ১৯ হাজার ৫শ' ৪১ জন শিক্ষক এবং ২৪ লাখ ৮৭ হাজার ৫শ' ১০ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এর মধ্যে ৭ হাজার ৫শ' ১৬টি বেসরকারি মাদ্রাসার ৯৯ হাজার ৪শ' ৪২ জন শিক্ষক-কর্মচারী বেতন ভাতার সরকারি অংশ পাচ্ছেন। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ-বছরে বেসরকারি মাদ্রাসাগুলোতে সরকারি তহবিল থেকে ২শ' ৯৭ কোটি ২০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এই মাদ্রাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হয়। মন্ত্রণালয় মাদ্রাসা শিক্ষার ছাত্রছাত্রীদের সমপর্যায়ের সাধারণ শিক্ষা যেমন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার সুযোগ রেখেছে। কিন্তু কওমি, খারেজি ও হাফেজি মাদ্রাসাগুলো শিক্ষা পাঠক্রম মেনে চলে না বলে তাদের সেই সুযোগ নেই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি কওমি ও খারেজি মাদ্রাসাগুলোর এই উদ্বেগজনক কর্মকাণ্ডের জন্যেই তাদের একটি নিয়মনীতির মধ্যে আনার পদক্ষেপ নিয়েছে।